28 [illegible] 2013

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করুন

এখন পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়নি বলে গত ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার একটি সহযোগী দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে স্থগিত হওয়ার পর ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি। ফলস্বরূপ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীদের দিন কাটছে অজানা শঙ্কায়। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, সেশনজটের বোঝা মাথায় নিয়ে উচ্চ শিক্ষার যাত্রা শুরু করতে হবে এদের।

শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই নেয়া হতো কলেজে ভর্তির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। এবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা না হলেও যথাসময়ে নেয়া হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অপেক্ষায় আছে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ পরীক্ষার্থী। কিন্তু বিপাকে পড়েছেন পরীক্ষা শেষ করতে না পারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আবেদনকারী ভর্তিইচ্ছু পরীক্ষার্থীরা। কবে নাগাদ ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে তা জানেন না তারা। ফলে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা চতুর্থবারের মতো স্থগিত করে পিছিয়ে সংসদ নির্বাচনের পর ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৭-২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ছিল গত ১১, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। সেটাও স্থগিত করা হয়েছে।

স্থগিত হওয়ার পর মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। একটি সূত্রে জানা গেছে, সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না।

রাজনৈতিক সহিংসতায় মানুষের প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। বিরোধী জোটের হরতাল-অবরোধের কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার ক্ষতি সম্ভবত কখনোই পূরণীয় নয়। এমনিতেই প্রতিবছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কমবেশি সেশনজট থাকে। প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকেই সেশনজটের কবলে পড়তে হয়। বর্তমানে এই অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা। সময়মত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া না হলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত পুরো জাতির শিক্ষাজীবনকে অচল হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে বলে ঘোষণা করা হলেও কার্যত সেটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনের পর যে বাকি পরীক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা আদৌ হবে কিনা সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? কারণ সংসদ নির্বাচনের পর দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে। সেটাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অন্তত ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর যেন ভর্তি পরীক্ষাগুলো দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সরকারকে এখনই তার পরিকল্পনা করতে হবে।